বিষয়বস্তুঃ যুলুমের ভয়াবহতা

জুমাদাল উলা মাসের চতুর্থ জুমুআর বয়ান

(২৮ জুমাদাল উলা ১৪৪৪ হিজরী, ২৩ ডিসেম্বর ২০২২)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ওয়েবসাইটঃ www.jamianumania.com

ক্রমিক নং ৭৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ: فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوْآ اَيَّ مُنقَلَبٍ يَّنقَلِبُونَ ۞ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত ঈমানদার ভায়েরা ! আজ জুমাদাল উলা মাসের ২৮ তারিখ, শেষ জুমুআ। আজ আমরা 'যুলুমের ভয়াবহতা' সম্পর্কে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

আমরা জানি, দুনিয়ার সমস্ত মাখলূকের খালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। আর মানুষ হল সবার শ্রেষ্ঠ মাখলূক। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে একে অপরের সাথে ও অন্যান্য সমস্ত মাখলূকের সাথে ভাল ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ

করেছেন এবং অপরের প্রতি অন্যায় অবিচার ও যুলুম অত্যাচার করতে নিষেধ করেছেন। শুআ'বুল ঈমান হাদীসগ্রন্থের ৭০৪৮ নম্বর হাদীসে হযরত ইবনে মাসঊদ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ

"সমস্ত মাখলূক আল্লাহ তায়ালার পরিবারবর্গের মত। অতএব, মাখলূকের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি বেশি প্রিয়, যে আল্লাহর মাখলূকের সাথে ভাল ব্যবহার করে।"

সহীহ মুসলিমের ২৫৭৭ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ যার (রযি) রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যুলুম-অত্যাচার থেকে সাবধান করে বলেছেনঃ

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا

"আমার বান্দারা! আমি যুলুম করাকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের উপর যুলুম হারাম করেছি। সুতরাং, তোমরা একে অপরের উপর যুলুম কর না।"

মাখলূকের প্রতি যুলুম করার অর্থ হল, তাদের উপর অন্যায় অবিচার করা। তাদেরকে কষ্ট দেওয়া ও তাদের হক আদায় না করা। যারা মাখলূকের উপর যুলুম করে, তাদেরকে হুশিয়ার করে আল্লাহ তায়ালা সূরা শুআ'রার ২২৭ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوْآ اَيَّ مُنقَلَبٍ يَّنقَلِبُونَ

"যালিমেরা অতিশীঘ্রই জানতে পারবে, তারা কেমন আযাবের জায়গায় যেতে চলেছে !" আয়াতের মর্মানুবাদ এই যে, আজ যারা দুনিয়াতে অন্যের উপর যুলুম করে, অন্যায় আবিচার করে, তারা যেন মনে না করে যে, আল্লাহর কাছে তারা মুক্তি পেয়ে যাবে। এ সব যালিমদের জন্য পরকালে অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা আছে, যা তারা তা অতিশীঘ্রই জানতে পারবে।

তাফসীরে বায়যাবী ও রূহুল মাআ'নীতে লেখা আছে, এ আয়াতে যুলুম শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে কাউকে শরীক করে কিংবা আল্লাহ তায়ালাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে আর যারা

আল্লাহর মাখলূকের উপর অত্যাচার করে, তারা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াতের মধ্যে সকলের জন্য আল্লাহ তায়ালা শাস্তির হুমকি দিয়েছেন।

যুলুম থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এ আয়াতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই বিগত বুযুর্গানে দ্বীনেরা একে অপরকে এ আয়াতের দিকে বিশেষ সুদৃষ্টি রাখার উপদেশ দিতেন। বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর (রযি) মুমূর্ষ অবস্থায় হযরত উমার রযিয়াল্লাহু আনহুর জন্য যে 'খিলাফত নামা' লিখেছিলেন, তার শেষে তিনি হযরত উমার (রযি) কে যুলুম-অত্যাচার থেকে সাবধান করার জন্য সূরা শুআরার এ আয়াতটি লিখেছিলেন।

সুধীবৃন্দ ! মানুষের দ্বারা যেসব গোনা'র কাজ হয়ে থাকে, তা দু'প্রকারঃ (১) এমন গোনাহ, যার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে। (২) এমন গোনাহ, যার সম্পর্ক মানুষ ও অন্যান্য মাখলূকের সাথে। অর্থাৎ, কোন মানুষের হক ফাঁকি দেওয়া কিংবা কারও উপর কোন রকম যুলুম করার গোনাহ। এই দু'প্রকার গোনা'র মধ্যে আল্লাহর মাখলূকের

উপর যুলুম করার গোনা'র পরিণাম খুবই ভয়াবহ। তাইতো বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিস ও ফকীহ সুফ্য়ান সাওরী (রহ) বলেছেনঃ মাখলূকের বিষয়ে একটি গোনাহ করা, আল্লাহর বিষয়ে ৭০টি গোনাহ করার চেয়ে কঠিন।

কিয়ামতের দিন যালিমদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি তার ভাই এর প্রতি কোন যুলুম করে রেখেছে, সে যুলুম মান-সম্মানের ব্যাপারে হোক অথবা অন্য কোন বিষয়ে, সে ব্যক্তি যেন আজ মাযলূমের কাছ থেকে সেটা মাফ করিয়ে নেয়, সে যেন যুলুম মাফ করিয়ে নেয় এমন সময় আসার পূর্বে, যখন কোন দীনার ও দিরহাম থাকবে না। সেদিন যদি যালিম ব্যক্তির কোন নেক আমল থাকে, তবে যুলুম হিসাবে তার নেক আমল মাযলূমকে দেওয়া হবে। আর যদি নেক আমল না থাকে, তবে যার উপর সে যুলুম করেছে, তার গোনাহ যালিমের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।" এ হাদীসটি সহীহ বুখারীর ২৪৪৯ নম্বরে হযরত আবূ হুরাইরাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে।

মনে রাখবেন, আপন হোক বা পর, কারও প্রতি কোন অবিচার করলে তার শাস্তি খুবই কঠিন। যারা জন প্রতিনিধি, তারা যদি অধিনস্তদের হক আদায় না করেন, বা তাদের সাথে ইনসাফ না করেন, তাহলে এটা হবে মস্তবড় যুলুম। অনুরূপভাবে, যদি পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি অবিচার করে, তাহলে সেটাও হবে যুলুম। কিয়ামতের দিন এসব যালিমদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এমনকী মাযলূম ব্যক্তি যদি অমুসলিম কিংবা কোন প্রাণীও হয়, কিয়ামতের দিন যালিমের থেকে বদলা নেওয়া হবে।

তারগীব ওয়া তারহীব নামক হাদীসের কিতাবের ৩৩৬৭ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, নবীজি বলেছেনঃ কেউ যদি তার কৃতদাসকে অন্যায় ভাবে মারে, তাহলে কিয়ামতের দিন তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়া হবে।

ইমাম তবরানীর লেখা মু'জামে আওসাত কিতাবে ৫৯৭৬ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ উমামাহ (রযি) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন যালিম ব্যক্তি যখন জাহান্নামের পুলের উপর অন্ধকার ও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, তখন মাযলূম ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাৎ করবে। যালিম, মাযলূমকে চিনতে পারবে এবং যে বিষয়ে যুলুম করেছিল তাও তার মনে পড়বে। সেখানে মাযলূম ব্যক্তিরা যালিমদের কাছ থেকে বদলা নিতে থাকবে। এমনকি যালিমদের সব নেকী তারা নিয়ে নেবে। এরপর যখন তাদের আর কোন নেকী থাকবে না, তখন মাযলূমদের গোনাহ যালিমদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। ফলে যালিমরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে।

প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী ! আল্লাহ তায়ালা মাযলূমের বদ দুআ অবশ্যই কবুল করেন। সুনানে তিরমিযীর ৩৫৯৮ হাদীসে বর্ণিত আছে, মাযলূমের বদ দুআ বিফলে যায় না। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ আমি কিছুটা দেরিতে হলেও মাযলূমকে অবশ্যই সাহায্য করব।

হযরত মুআয রযিয়াল্লাহু আনহুকে যখন নবীজি ইয়ামন প্রদেশের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তখন মানুষের উপর

যুলুম-অত্যাচার করা থেকে সাবধান করে বলেছিলেনঃ

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

“মাযলূমের বদ দুআ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, মাযলূমের বদ দুআ আর আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা নেই।” এটা সহীহ বুখারীর ১৪৯৬ নম্বর হাদীস।

মুস্‌নাদে আহমাদের একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ মাযলূম যদি গোনাহগার ফাসেক ব্যক্তিও হয়, তবুও যালিমের বিরুদ্ধে তার বদ দুআ কবুল হয়ে যায়।

যুলুমের আসল শাস্তি তো পরকালে হয়। তবে আল্লাহ তায়ালা কখনও কখনও দুনিয়াতেও যালিমকে কিছু শাস্তি দিয়ে থাকেন। এ সম্পর্কে আমরা দু’টি ঘটনা লক্ষ্য করিঃ

প্রথম ঘটনাঃ

ইমাম যাহাবী (রহ) ‘কিতাবুল কাবাইর’ নামক গ্রন্থের ১২৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেছেনঃ আমি একবার এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তার একটি হাত কাঁধ পর্যন্ত কাটা আছে। আর সে লোকটি বলছেঃ যারা আমাকে

দেখছ, তারা কারও উপর যুলুম করবে না। আমি তখন সেই লোকটির কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার আসল ঘটনাটি কী ? সে তখন বললঃ আমার ঘটনা খুবই আশ্চর্যজনক ! আমি একজনের উপর যুলুম করেছিলাম। যার ফলে আমার এ দুর্দশা। একদিন আমি এক মৎসজীবীকে দেখলাম, সে একটি বড় মাছ শিকার করেছে। মাছটি আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই আমি তার কাছে গিয়ে তাকে বললামঃ এ মাছটি আমাকে দাও। সে তখন বলেছিলঃ আমি এ মাছ তোমাকে দেব না। এটা বিক্রি করে আমি আমার পরিবারের জন্য খাদ্য-খোরাক কিনব। আমি তখন সেই মৎসজীবীকে মারধর করে তার কাছ থেকে জবরদস্তি মাছটি কেড়ে নিয়েছিলাম। তারপর আমি যখন মাছটি নিয়ে চলতে লাগলাম, তখন পথিমধ্যে মাছটি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলে খুব জোরে কামড় মারে। অতঃপর আমি মাছটি নিয়ে বাড়ি পৌঁছে যাই এবং সেটা রাখার সময় পুনরায় আবার মাছটি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলে আঘাত করে। যার ফলে খুবই যন্ত্রনা শুরু হয়। যন্ত্রনার কারণে সেদিন আমার

ঘুম আসেনি। আর আমার হাতটি ফুলে যায়। আমি তখন ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তার বলেঃ তোমার আঙুলটি কেটে ফেলতে হবে। তা না হলে পরে পুরো হাতটি কেটে ফেলতে হতে পারে। সুতরাং আমি আঙুলটি কেটে ফেলি। কিন্তু তাতেও কোন উপকার হয় নি। আমার ঘা আরও বেড়ে গেল ও খুব ব্যথা যন্ত্রনা হতে লাগলো। শেষে ডাক্তার আমাকে বললঃ তোমার হাতের পোঁছা পর্যন্ত কেটে ফেলতে হবে। ডাক্তারের নির্দেশ মত তা-ই করা হল। কিন্তু কোন কাজ হল না। ঘা আরও বাড়তে লাগলো। এরপর শেষমেশ কনুই পর্যন্ত হাত কাটতে হল। তাতেও কোন কাজ হল না। তারপর ঘা কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তখন ডাক্তার আমাকে বললঃ যদি হাত কাঁধ পর্যন্ত কেটে না ফেলা হয়, তবে গোটা শরীরে ঘা ছড়িয়ে পড়বে। তখন কাঁধ পর্যন্ত হাত কেটে ফেলা হল। আমার এ অবস্থা দেখে এক ব্যক্তি আমাকে বলেছিলঃ তোমার এ ঘা কীভাবে হয়েছিল ? আমি তখন সেই লোকটিকে মাছ ওয়ালার সাথে আমার দুর্ব্যবহারের ঘটনা শোনালে সেই লোকটি আমাকে

বলেছিলঃ তুমি যদি প্রথমেই সেই মাছ ওয়ালার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে, তাহলে নিশ্চয় তোমার হাত কাটতে হত না। যাও সেই ব্যক্তির সন্ধান করে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নাও। যাতে তোমার সমস্ত শরীরে ব্যথা-যন্ত্রনা শুরু না হয়ে যায়। তারপর আমি সেই মাছ ওয়ালার কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা তাকে বলি ও তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিই। আমার এ অবস্থা দেখে সে কেঁদে কেঁদে বলেছিলঃ আমি আপনাকে ক্ষমা করে দিলাম।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, আমি যখন আপনার কাছ থেকে মাছটি কেড়ে নিয়েছিলাম, তখন আপনি কি আমার উপর বদ দুআ করেছিলেন ? তখন সে বলেছিলঃ হ্যাঁ। আমি আল্লাহকে বলেছিলামঃ হে আল্লাহ ! তুমি আমাকে যে রুযী দিয়েছ, এই লোকটি আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিয়েছে। হে আল্লাহ ! তুমি এই লোকের উপর তোমার ক্ষমতা আমাকে দেখিয়ে দাও। আমি তখন তাকে বলেছিলামঃ আল্লাহ তায়ালা আপনাকে নিজের ক্ষমতা

দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে তাওবা করছি। আর কখনও কারও উপর কোন যুলুম করব না।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ

ইমাম ইবনে হাজার হায়সামী (রহ) 'আয্যাওয়াজির' নামক কিতাবের ২য় খণ্ডের ১৯৯ পৃষ্ঠায় বিশিষ্ট তাবিয়ী ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ এক ক্ষমতাশীল যালিম বাদশা একটি বিশাল প্রাসাদ তৈরী করে সেখানে থাকত। এক বৃদ্ধা মহিলা সেই প্রাসাদের পাশে একটি কুড়েঘর তৈরি করে সেখানে বসবাস করত। একদিন সেই বাদশা প্রাসাদের চতুর্দিকে ঘুরে কুঁড়েঘরটি দেখে বলেছিলঃ এ ঘরটি কার ? লোকেরা বললঃ এক বৃদ্ধা মহিলার। বাদশাহ তখন লোকদেরকে সেই ঘরটি ভেঙে ফেলার আদেশ দেয়। বাদশার কথা মত তার ঘরটি ভেঙে ফেলা হয়। পরে সেই বৃদ্ধা এসে দেখে তার ঘরটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। সে তখন লোকদের জিজ্ঞেস করে, ঘরটি কে ভেঙেছে ? লোকেরা তখন বাদশা'র নাম করে। বৃদ্ধাটি তখন আকাশের দিকে মুখ

করে বলেঃ হে আল্লাহ ! আমার ঘর যখন ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, আমি তখন এখানে ছিলাম না। কিন্তু তুমি তো ছিলে ! বৃদ্ধার ফরিয়াদ শুনে আল্লাহ তায়লা জিবরাঈলকে বলেনঃ তুমি এ যালিম বাদশার প্রাসাদটি ভেঙ্গে দাও। জিবরাঈল আল্লাহর নির্দেশ মত বাদশার প্রাসাদটি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়।

এসব ঘটনা দ্বারা আমরা শিক্ষা নিতে পারি যে, কারও উপর যুলুম করা যাবে না। কোন মানুষ কিংবা কোন প্রাণীর উপর যুলুম করা ভয়াবহ অপরাধ। যার শাস্তি পরকালে তো আছেই, দুনিয়াতেও হাতেনাতে আল্লাহ তায়ালা দেখিয়ে দিতে পারেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে মাখলূকের প্রতি যুলুম-অত্যাচার করা থেকে হিফাযত করুন। আমীন।

সংকলনেঃ মাওলানা মুনীরুদ্দীন চাঁদপুরী
(শাইখুল হাদীস, জামপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল